ভুতুড়ে বারান্দা

এক

বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে যায় তাজু ভাইয়ের।

তিনি লম্বা লম্বা পায়ে হাঁটেন দেয়ালের দিকে।

দেখেন রাস্তার ওপাশে দাঁড়িয়ে যা দেখেছিলেন, তা ঠিক কিনা।

হ্যাঁ, ঠিকই তো। ওই যে পরিষ্কার অক্ষরে লেখা আছে কথাগুলো– 'বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। তবে ভাড়া সম্পূর্ণ ফ্রি।' তাজু ভাই গত প্রায় একমাসে ঢাকা শহরে হাজার হাজার বিজ্ঞপ্তি দেখেছেন। কিন্তু এমন অদ্ভুত-অবাস্তব বিজ্ঞপ্তি একটাও দেখেননি। ভাড়া নাকি ফ্রি। এটা কোনো কথা! আরে বাপুরে, টাকাই যদি না নিবি, তাহলে বাসা ভাড়া দিবি কোন্ দুঃখে? দরজায় তালা লাগিয়ে রেখে দে। চামচিকা, ইঁদুর, তেলাপোকারা বসবাস করুক। এদের একটা বসতবাড়ির দরকার আছে না?

তাজু ভাইয়ের হাসি পায়। কিন্তু এই ফুটপাতে দাঁড়িয়ে একা একা হাসলে তো লোকজন পাগল ভাববে! বোকাও ভাবতে পারে। তাজু ভাই তাই ঠোঁটে ঠোঁট চেপে সরে যেতে থাকেন দেয়ালের সামনে থেকে। কিন্তু কয়েক কদম এগোতে না এগোতেই তার মনে হয়, এভাবে চলে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। উদ্ভট এই বিজ্ঞপ্তির একটা

ছবি তুলে নেওয়া জরুরি। যাতে ছবিটা দেখিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে হাসাহাসি করা যায়। জীবনে হাসি-আনন্দের প্রয়োজন আছে।

তাজু ভাই ছবি তোলেন। ফুটপাত দিয়ে হেঁটে যাওয়া লোকজন তাকিয়ে থাকে তার দিকে। দেখে তিনি কিসের ছবি তুলছেন। এরই মধ্যে কারো কারো চোখ পড়ে যায় বিজ্ঞপ্তিটার উপর। তারাও বিস্মিত হয়। একবারের জায়গায় কয়েকবার পড়ে লেখাগুলো। কেউ কেউ ছবিও তোলে। আর তাজু ভাই মোবাইলটা পকেটে ঢুকিয়ে হাঁটতে থাকেন হেলেদুলে। তার কোনো তাড়া নেই তো! অতএব যেভাবে খুশি সেভাবে হাঁটতেই পারেন। চাইলে বসেও থাকতে পারেন।

: ও মামা! ও কালা শাটঅলা মামা! আয়েশী ভঙ্গিতে হাঁটতে থাকা তাজু ভাইকে পেছন থেকে ডাক দেয় কেউ। তিনি ঘাড় ঘোরান। দেখেন বাদামওয়ালা তাকিয়ে আছে তার দিকে। যার সামনে দিয়ে এইমাত্র হেঁটে এলেন তিনি।

: আমাকে ডাকছেন? যদিও তাজু ভাই নিশ্চিত তাকেই ডাকা হয়েছে, যেহেতু তার গায়ে কালো শার্ট; তবু তিনি প্রশ্নটা করেন।

: জি, জি। আসেন, একটু কষ্ট কইরা আসেন। বাদামওয়ালা মুখে তো ডাকেই, হাতের ইশারায়ও ডাকে। তাজু ভাই তাই তার ডাককে গুরুত্ব না দিয়ে পারেন না।

: এইমাত্র এইদিক দিয়ে গেলাম, তখন কিছু বললেন না, এখন ডাকছেন; কারণ কী? নাকি বাদাম কেনার মতো লোক পাচ্ছেন না, কাস্টমার ডেকে আনতে হচ্ছে!

: কিনার মতো লোক না পাইলেও সমস্যা নাই। মাগনা দিয়া দিমুনে। এত বড় বাসা যদি মাগনা ভাড়া দিয়া ফেলতে পারে, তাইলে এই কয় টাকার বাদাম মাগনা খাওয়াইলে সমস্যা কী?

: মানে! কিসের বাসা? কার বাসা?

: আপনের মোবাইলটা একটু খোলেন। তাইলেই বুঝতে পারবেন কিসের বাসা, কার বাসা। আরে, একটু আগে আপনে একটা ছবি তুললেন না? ছবিটা দেখেন। ওইখানেই বাসার নম্বর দেওয়া আছে। যার বাসা, তার মোবাইল নম্বর দেওয়া আছে। দেখেন একটু।

: তার মানে আমি যে ছবি তুলেছি, আপনি সেটা দেখার জন্য হাঁ করে তাকিয়ে ছিলেন। কিন্তু কারণটা কী? বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য?

: উদ্দেশ্য বলেন, মতলব বলেন, কোনোটাই আমার নাই। আপনে ছবি তুলতেছিলেন, জিনিসটা আমার চোখে পড়লো, এই জন্য ডাক দিলাম, কথাগুলা বললাম। একবার ভাবছিলাম কিছুই বলমু না। এইজন্য আমার সামনে দিয়া যখন গেলেন, তখনও চুপ ছিলাম। কিন্তু পরে মনে হইলো, বলি। যেই কারণে ডাক না দিয়া পারি নাই।

তাজু ভাই জানতে চান বাদামওয়ালার কথা শেষ হয়েছে কি না। নাকি আরও কিছু বলবে। বাদামওয়ালা বলে– আপনের কি খুব তাড়া আছে? তাড়া থাকলে যাইতে পারেন। অইন্য সময়ও কথা বলা যাইবো। কারণ, আমি সবসময়ই এই জায়গায় বাদাম বেচি। যখন আসবেন, পাইবেন। যদি পাইতে চান আরকি। মানে যদি আমার কথা শোনার ইচ্ছা থাকে আরকি। যদি ইচ্ছা না থাকে, তাইলে কোনো জোর নাই। আপনে যাইতে পারেন। আপনেরে পিছন থেকে ডাইকা খাড়া করার জন্য আমি দুঃখিত।

তাজু ভাই হাঁটা শুরু করতে গিয়েও করেন না। কারণ, তার মনে হয়, বাদামওয়ালা বিশেষ কিছু বলতে চাইছে। যা শুনলে তিনি উপকৃত হতে পারেন। অতএব শোনা উচিত। তাজু ভাই দশ টাকার বাদাম দিতে বলেন। আর পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করেন। এরপর বাদামওয়ালা বাদাম দেয়, তিনি দেন দশ টাকার নোট। জানতে চান, বেচা-বিক্রি কেমন। বাদামওয়ালা বলে–আছে। মোটামুটি। চইলা যায়। আমরা গরীব মানুষ তো! বেশি চাহিদাও নাই।

তাজু ভাই মানিব্যাগটা পকেটে রাখেন। তারপর জানান, তার কোনো তাড়া নেই। অতএব কথাবার্তা বলা যেতেই পারে। বাদামওয়ালা বলে– আমার পেশাটা ছোট হইতে পারে, তবে লেখাপড়া কিন্তু কম বেশি করছি। আপনাদের দোয়ায় আমি সেভেন পাস। যেই কারণে পত্রিকা বলেন, ওয়ালের ঐসব বিজ্ঞপ্তি বলেন; সবই গড়গড়ায়া পড়তে পারি। পড়িও। কারণ পড়লেই অনেক কিছু জানা যায়। আর যারা পড়ে না, তারা কুয়ার ব্যাঙ। দুনিয়ার কিচ্ছু জানে না, কিচ্ছু বোঝে না।

: আমরা কি তাহলে লেখাপড়া নিয়েই আলোচনা করবো? নাকি আলোচনার অন্যকোনো বিষয় আছে? বাদাম চিবুতে চিবুতে বলেন তাজু ভাই।

: আছে, আছে। আমাদের আলোচনার মূল বিষয় হইলো বিজ্ঞপ্তি।

: কিসের বিজ্ঞপ্তি যেন?

: ভুইলা গেছেন? নাকি মজা করতেছেন?

: হাতে যেহেতু সময় আছে, একটু মজা-টজা তো করাই যায়। তারপর বলেন, বিজ্ঞপ্তি নিয়ে কী যেন বলতে চাচ্ছিলেন।

: যেই বিজ্ঞপ্তিটার উপ্রে আপনের চোখ আটকাইলো, যেইটার ছবি আপনে তুললেন, এইটার উপ্রে কিন্তু আমার চোখও আটকাইছিল। তবে আমি ছবি তুলতে পারি নাই। আমার দামি মোবাইল নাই তো! যেইটা আছে, সেইটা দিয়া খালি কথা বলা যায়। ছবি-মবি তোলা যায় না।

: বিজ্ঞপ্তিটা তো মনে হয় ভুয়া। ঠিক না?

: ক্যান? ভুয়া মনে হইলো ক্যান?

: কেন মনে হবে না? ফ্রি কেউ বাসা ভাড়া দেয়?

: কেউ না দিলেও মতিন সাব দেয়।

তাজু ভাই জানতে চান মতিন সাহেব কে। বাদামওয়ালা বলে– মতিন সাব একজন বড় ব্যবসায়ী। ম্যালা টাকা-পয়সা উনার। কয়েকটা বাড়ির মালিক। আর সব কয়টা বাড়িই ঢাকা শহরের ভালো ভালো জায়গায়। তবে উনার কপাল খারাপ। কারণ, একটা বাড়ি নিয়া উনি খুবই সমস্যার মধ্যে আছে। অনেকবার চেষ্টা করছে বাড়িটা বিক্রি কইরা দেওয়ার লাইগা। পারে নাই। সমস্যাঅলা জিনিস তো আসলে কেউ কিনতে চায় না।

তাজু ভাই জানতে চান সমস্যাটা কী। বাদামওয়ালা বলে– এইটা বলা ঠিক হইবো না। কারণ, আমি কোনো একদিন মতিন সাবের নুন খাইছি। আর যার নুন খাইছি, তার ক্ষতি করার মতো নিমকহারাম আমি না। এই বাদামঅলা গরীব হইতে পারে, কিন্তু মানুষরে সম্মান করতে জানে, মানুষের উপকারের কথা মনে রাখতে জানে। আমি যতদিন বাঁইচা থাকমু, ততদিন উনার উপকারের কথা মনে রাখমু। এত বড় উপকারের কথা আসলে ভোলা যায় না।

: উপকারটা কী ছিল, একটু বলা যাবে?

: উপকারটা ছিল...

বাদামওয়ালা থেমে যায়। কারণ, একজন কাস্টমার আসে। দশ টাকার বাদাম দিতে বলে।

দুই

বাদামওয়ালা বাদাম দেয়।

একটু বাড়িয়েই দেয় বলা যায়।

কাস্টমার তাই খুশি হয় এবং টাকা দিয়ে বিদায় নেয়।

বাদামওয়ালা তাজু ভাইয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে– মতিন সাবের উপকারের কথা শুইনা আপনের মনে হইতে পারে, উনি বুঝি খুবই উপকারী লোক। মানুষের উপকার কইরা বেড়ায়। আসলে এইরকম কিছু না। আমার ভাইগ্য ভালো ছিল, এই জন্য উনার উপকার পাইয়া গেছিলাম। এইরকম ভাইগ্য আর কারো কোনোদিন হইছে বইলা কেউ বলতে পারবো না। সবাই উনার উপরে চেতা। সবার একটাই কথা, যেই লোকটা এত বড় লোক, তার টাকা-পয়সার এত লোভ কী জন্য?

তাজু ভাই জানতে চান মতিন সাহেব এখন কোথায় আছেন। বাদামওয়ালা বলে– তা জানি না। বড়লোকরা কোন সময় কই থাকে, সেইটার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে? খোঁজ নিলে দেখা যাইবো, দেশেই নাই। বিদেশে গিয়া বইসা আছে। ক্যান, উনি কোথায় আছে, এইটা জিগাইতাছেন ক্যান? দেখা করবেন নাকি? দেখা করার দরকার

হইবো না। বাসা ভাড়া নিতে চাইলে বিজ্ঞপ্তিতে যেই ফোন নম্বরটা দেওয়া আছে, সেইটাতে ফোন দিলেই নিতে পারবেন।

: আমি বাসা ভাড়া নিতে চাই, এটা আপনাকে কে বললো?

: আপনের চোখ-মুখ দেইখা মনে হইতাছে।

: মুখ দেখে মনের কথা বলে দেওয়া আপনার কাজ না। এটা জ্যোতিষীর কাজ। নাকি বাদাম বিক্রির পাশাপাশি জ্যোতিষীগিরিও করেন?

: আরে না, এইরকম কিছু না। আপনে যেইভাবে বিজ্ঞপ্তিটার দিকে তাকায়া থাকলেন, ছবি তুললেন, এই জন্য মনে হইলো বাসা খুঁজতাছেন।

: কোনো বিজ্ঞপ্তিতে আজগুবি লেখা থাকলে যে কেউ তাকিয়ে থাকবে, ছবি তুলবে। এর সঙ্গে বাসা খোঁজার কোনো সম্পর্ক নেই।

: কিন্তু আপনে বাসা খুঁজতেছেন।

: আপনি কি এটা বলার জন্যই আমাকে ডেকেছিলেন? বুঝতে পেরেছি, কাজের চেয়ে অকাজের দিকে আপনার বেশি খেয়াল। যদি তা না হতো, তাহলে আসল খেয়ালটা থাকতো বাদাম বিক্রির দিকে। অথচ এই কাজের দিকে মনোযোগ না দিয়ে মানুষকে ডেকে দাঁড় করিয়ে কী না কী বলছেন!

: আপনের কি মনে হয় আমি সবাইরেই ডাইকা দাঁড় করাই?

: সবাইকে দাঁড় না করালেও যারা ওই আজগুবি বিজ্ঞপ্তিটার ছবি তোলে, তাদের দাঁড় করান। কারণ, মতিন সাহেবের বাসার জন্য আপনি ভাড়াটিয়া ধরতে চান। উনি যে আপনার উপকার করেছিল, সেই উপকারের প্রতিদান দিতে চান।

: কিন্তু যেই লোক বাসা ভাড়া দিতে চাইতাছে মাগনা, তারে ভাড়াটিয়া ধইরা দিয়া কী লাভ? আর লাভ না হইলে উপকারের প্রতিদান ক্যামনে দেওয়া হইলো?

বাদামওয়ালার প্রশ্ন দুটো ভীষণ জটিল লাগে তাজু ভাইয়ের কাছে। তাই তিনি উত্তর না দিয়ে বাদামের খোসা ছাড়ানোর কাজে মন দেন। তবে তার মাথায় ঠিকই ঘুরতে থাকে প্রশ্ন দুটো। বাদামওয়ালার কাছে আবার কাস্টমার আসে। বাদাম কেনে। টাকা দিয়ে চলে যায়। তাজু ভাই ভাবেন, তিনিও হাঁটতে হাঁটতে চলে যাবেন কি না। কিন্তু মন সায় দেয় না। মন বলে, বাদামওয়ালার কাছে তার আরেকটু সময় থাকা উচিত। তাহলে বিশেষ কিছু জানা যেতে পারে।

বাদামওয়ালা বাদামে হাত বুলায়। অসমান এবং উঁচু-নিচু হয়ে যাওয়া বাদামগুলো পরিপাটি করে। তবে এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাজু ভাইয়ের দিকে তাকাতেও ভোলে না। তিনি মন দিয়ে বাদাম খাচ্ছেন। আর তাকিয়ে আছেন মাটির দিকে। বোঝা যাচ্ছে, তিনি গভীরভাবে কিছু ভাবছেন। বাদামওয়ালা বাদামে হাত বুলানো শেষ করে কাগজের ঠোঙাগুলো গোছায়। সুবিধাজনক একটা জায়গায় রাখে। তারপর বলে– আপনেরে ডাক দিয়া খাড়া কইরা আপনের সময় নষ্ট করলাম। এখন আপনে যাইলে যাইতে পারেন।

: আপনি যে কেন আমাকে দাঁড় করালেন, সেটাই বুঝলাম না। একটু বুঝিয়ে বলেন তো!

: এমনি এমনি। কোনো কারণ নাই।

: কারণ নেই বললে তো হবে না। অবশ্যই কারণ আছে।

: মামা, আমরা ছোট কাজ করি। গরীব-কাঙাল মানুষ। আমাদের সাথে কেউ বাড়তি কোনো কথা বলে না। বললে এইটুক কথাই বলে, ‘দশ টাকার বাদাম দেন’, ‘বিশ টাকার বাদাম দেন’। কিন্তু আমাদেরও তো কথা বলতে মন চায়। আলাপ করবার মন চায়। এই জন্যই আপনেরে ডাক দিছিলাম। মনে কোনো কষ্ট রাইখেন না।

এবার বাদামওয়ালার জন্য মায়া হয় তাজু ভাইয়ের। তিনি তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে জানতে চান। সে জানায়। তবে খুব সংক্ষেপে। তাজু ভাই বুঝতে পারেন, সে তার পরিবার-পরিজন সম্পর্কে বেশি কিছু জানাতে চাচ্ছে না। তাই তিনি প্রসঙ্গ বদলে ফেলেন। জিজ্ঞেস করেন বাদাম কোথা থেকে কেনা হয়। ঢাকা থেকেই নাকি ঢাকার বাইরে থেকে। বাদামওয়ালা বলে– আমার গ্রামে ম্যালা বাদাম হয়। আর আমি মাসে দুইবার, কোনো মাসে তিনবার গ্রামে যাই। খুব কম দামে কিন্না নিয়া আসি।

তাজু ভাই বাদামওয়ালার গ্রাম এবং জেলার নাম জানতে চান। আর এই প্রসঙ্গেই কথা বলেন বেশ কিছুক্ষণ। তবে এর মধ্যে নানা বয়সী কাস্টমারের কাছে বাদাম বিক্রিও চলতে থাকে। তাজু ভাই আশপাশের বিল্ডিংগুলোর দিকে তাকান। প্রায় সবগুলোই আবাসিক বিল্ডিং। বেশ উঁচু উঁচু। তিনি অনুমান করার চেষ্টা করেন, এগুলোর মধ্যে মতিন সাহেবের বিল্ডিং কোনটা হতে পারে। বাদামওয়ালা তার তাকানো দেখে বলে– আপনে কী খুঁজতাছেন, আমি কিন্তু বুইঝা ফেলছি।

: কী খুঁজছি?

: যেই বিল্ডিংয়ে বাসা ভাড়া হইবো বইলা বিজ্ঞপ্তি দিছে, সেই বিল্ডিংটা।

: খুঁজতেই পারি। এমন আজব একটা বিল্ডিং দেখার ইচ্ছে কি হতে পারে না?

: খালি দেখার ইচ্ছা? নাকি ভাড়া নেওয়ারও ইচ্ছা?

: আপনি কিন্তু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ওই এককথাই বলছেন। আমি আবারও বলছি, বাসা ভাড়া নেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই।

: বাসা খুঁজতে খুঁজতে জুতার তলা ক্ষয় কইরা ফেললেন, আর এখন বলতেছেন বাসা ভাড়া নেওয়ার ইচ্ছা নাই। মিছা কথা বইলেন না তো মামা! মিছা কথা আমি সইহ্য করতে পারি না।

কথাগুলো রাগ এবং তিরস্কারের সুরে বলে বাদামওয়ালা। তাজু ভাই তবু কোনো প্রতিক্রিয়া দেখান না। কিছু বলেনও না। শুধু তাকিয়ে থাকেন বাদামওয়ালার দিকে। তার চোখে বিস্ময় এবং প্রশ্ন। প্রশ্নটা হচ্ছে, তিনি যে বাসা খুঁজতে খুঁজতে জুতার তলা ক্ষয় করে ফেলেছেন, একথা বাদামওয়ালা জানলো কীভাবে?

তাজু ভাই হিসেব মেলাতে পারেন না। প্রশ্নের উত্তর তো পানই না। তাই তিনি বাদামওয়ালার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকেন ম্যানহোলের ঢাকনার দিকে। দেখেন ঢাকনায় কী লেখা আছে। অযথাই পড়েন লেখাগুলো।

কিছুক্ষণ পর তাজু ভাই যখন মুখ তোলেন, তখন চমকে ওঠেন। কারণ, বাদামের জায়গায় বাদাম থাকলেও বাদামওয়ালা নেই। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোথায় গেলো লোকটা?

কীভাবে গেলো?

হেঁটে গেলে পায়ের আওয়াজ শোনা যাবে না কেন?

আর না হেঁটে যাবেই বা কীভাবে?